## নির্বাচনে অংশগ্রহন প্রক্রিয়ায় নোয়াখালীর চর মজিদের নারীরা

চর মজিদের অল্পসংখ্যক নারী, ভোট কী তা জানলেও অনেকেই ভোট দেয়ার নিয়ম জানেন না। অনেকে আবার স্বামী-সন্তান, পাড়া-প্রতিবেশী কিংবা প্রভাবশালী কোনো পক্ষের প্ররোচনায় নিজের একান্ত মতামত প্রকাশের প্রতিফলন ঘটাতে পারেন না। ফলে নির্বাচনে কে বা কারা জিতল, কি হলো এ নিয়ে তাদের জানার কোনো আগ্রহই নেই। তবে সরকারি-বেসরকারি ও সামাজিকভাবে এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করলে নির্বাচনে নারীরা অংশগ্রহন করতে পারবে বলে চর মজিদের নারীদের ধারণা।

নোয়াখালী সদর থেকে প্রায় ২৫ কি: মি: দুরে চর মজিদ গ্রাম। গ্রামের ১০ হাজার ভোটারের প্রায় অর্ধেক নারী। এ গ্রামে বসবাসকারীদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ অন্য এলাকা থেকে এসে বসতি গড়ে তুলেছে। এর মধ্যে ২৫-৩০ বছর আগে দ্বীপাঞ্চল হাতিয়া, সন্দ্বীপ, সাহাবাজপুরসহ আশপাশের এলাকার নদীভাঙা অসহায় লোকজনের সংখ্যাই বেশি। এদের কারো কারো ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও ৪-৫ বছর আগে যারা এখানে বসতি গড়ে তুলেছে, তারা জানে না, ভোটার তালিকায় তাদের নাম আছে কি না।

দারিদ্রপীড়িত এসব জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা হ”ে্ছ সাগরে মাছ ধরা, দিনমজুরের কাজ এবং কৃষিকাজ। আর পুর”ষদের পাশাপাশি এখানকার নারীরা পরিবারের কাজ ছাড়াও বাইরে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এখানে শিক্ষার হার অনেক কম হওয়ায় নারীদের মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের প্রবণতা একেবারেই কম। তাছাড়া দরিদ্রতা, অশিক্ষা, কু-সংস্কার, ধর্মান্ধতা, ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তাহীনতা, স্থানীয় প্রভাবশালীদের অনৈতিক চাপসহ অসংখ্য অদৃশ্য শক্তির চাপের প্রভাবে এখানকার নারীরা পুর”ষ ভোটারদের পাশাপাশি কেন্দ্রে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট প্রদানকে অনেকেই ঝুঁকি ও লজ্জার বলে মনে করেন। ফলে চরাঞ্চলের অধিকাংশ নারীই পারিবারিক বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়ে ভোট প্রদানে নির”ৎসাহিত হয়। অনেকে মনে করেন নারীরা ভোট না দিলেও একজন প্রার্থী জয়লাভ করবে। অথচ তারা জানে না তাদের প্রায়োগিক ভোটে দেশ ও জাতির ভাগ্যোন্নয়নে কতটুকু অবদান রাখতে পারে।

এ গ্রামের শরীফা, শান্তিবালা, শাপলা বালা, মিঠুরানীর মতো আরো অসংখ্য নারী আছেন, যারা বোঝেন কেবল নিত্য ভোগ্য পণ্যের সহনীয় মুল্য, দু'বেলা দু'মুঠো ভাত খাওয়ার নিশ্চয়তা। এসব নারী অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভোট দেন। অথবা ভোট দেয়ার নিয়ম জানেন না বলেই সহযোগিতার নামে অন্যের প্রতারণার শিকার হন। কারণ অন্য কাউকে ব্যালটে সিল দিতে বললে সে ওই নারীর মতের বির”দ্ধেও ভোট দিতে পারে।

এদিকে এলাকার মোজাম্মেল, শেখ ফরিদ, কামালসহ অনেকেই জানান, চরাঞ্চলে নারীদের ভোটের কোনো মুল্য নেই। ভোট দেয়া তো দুরের কথা নারীরা ক্ষমতায় থাকলেও তাদের মতামতের মুল্য কেউ দেয় না। স্থানীয় মহিলা ইউপি সদস্য রাহেনা আক্তারের প্রসঙ্গ টেনে তারা বলেন, দীর্ঘ ১০ বছরের মেম্বার হলেও তার সব কাজ করে তার স্বামী ব্যবসায়ী নুর উদ্দিন। নারী মেম্বারকে কেউ সালিশে ডাকলেও যান তার স্বামী।

স্থানীয় বাজারের দোকানদার হানিফ জানান, নারীরা ভোটকেন্দ্রে স্বাভাবিক পরিবেশ পায় না বলেই অনেকে ভোট দিতে যান না। তিনি আরো বলেন, ভোটকেন্দ্রে সরকারিভাবে আশ্রয়কেন্দ্র থাকলে দুর-দুরান্তের মহিলারা ভোট দিতে বেশি যেত। স্থানীয় নারী-মার্কেটের ব্যবসায়ী অনিমা (৫৫) জানান, এখানকার স্বামীরাই নারীদেরকে ঘরে বন্ধ করে রাখে। কারণ তারা জীবন সংগ্রামের যুদ্ধ করতে করতে ভোট কী জিনিস সেটাই বোঝার সময় থাকে না।

এ সব বিষয়ে জানতে স্থানীয় চরবাটা ইউনিয়নের ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড সংরক্ষিত নারী মেম্বার রাহেনা আক্তারের বাড়িতে গেলে তিনি জানান, বিভিন্ন সংস্থার কাজের কারণে নারীরা আগের তুলনায় কিছুটা সচেতন রয়েছে। তবে এখানকার ৫০ ভাগ নারীই জানে না ভোট কীভাবে দিতে হবে। ফলে নির্বাচনে এ অঞ্চলে বাতিল ভোটের সংখ্যাও বেশি থাকে। তিনি আরো বলেন, ইউনিয়ন পরিষদেও নারীদেরকে অধিকার দেয়া হয় না। এমনকি নির্বাচিত মহিলা মেম্বাররাই জানে না তাদের কাজ কী এবং এ কাজের ভাতা কত। তার স্বামীর প্রসঙ্গ তুলে বলেন, দুর্গম চরে কোথাও মহিলা মেম্বারের একা

যাতায়াতের সুযোগ থাকে না, বলেই দুর দুরান্তে যেতে তার স্বামী সাথে থাকেন।

শরীফা খাতুন (৭০)বলেন, নির্বাচন কিয়া বুঝি না। এরশাদ আঙ্গোঁরে থাইকবার জাগা দিছে, হেতে জিয়ানে খাড়াক হিয়ানে ভোট দিমু। হিয়ারলাই আগের বোছর বেকে কইছে এরশাদ নৌকা মার্কায় খাড়াইছে, আই হেই মার্কাত ভোট দিছি। শান্তিবালা (৬০ বলেন, আমরা গরিব মানুষ। আশ হরশিগো লাগে মিলিমিশি চইলতো অইবো, হিয়ারলাই দলে জিয়ানে ভোট দে আমরাও হিয়ানে দি। নইলে এলাকাত থাইকতে কষ্ট অইবো।

শাপলা বালা মজুমদার (২০)ও মিঠুরাণী মজুমদার (১৮) বলেন, ভোট কেন্নে দে হেইটাও আমরা জানি না, আঙ্গো হেতাগাইনের দরকার কিরা? চাইরগা আনি দিবো। রান্দি দিমু, আর গাইন হোদ্দলাগো কাম।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা, অসচেতনতা, শিক্ষার অভাব, পুরুষ নিয়ন্ত্রিত কাঠামোর কারণে নোয়াখালীর চরবাটা ইউনিয়নের চরমজিদ এলাকার নারীদের বিভিন্ন নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে তাদের নিজস্ব মতামতের প্রতিফলন ঘটছে না। নারী শিক্ষা প্রসার যেমন রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ অচলায়তন ভাঙতে পারে বলে স্থানীয় নারী সদস্য, চর মজিদ গ্রামের অধিবাসীরা জানিয়েছেন।

চরাঞ্চলের নারীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হলে স্থানীয়ভাবে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, ভোটকেন্দ্রে সরকারি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভোট প্রদানে ও ভোট প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ আরো নিশ্চিত করা দরকার বলে চর মজিদের সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিরা মনে করেন।

***রিপোর্টটি তৈরী করেছেন: মজনু, বিষাদ, কিরণ ও সীমা***